দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 NOV. 1997 ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীতে দুর্নীতি ও অনিয়ম

# লক্ষ্মীপুরে শিক্ষার সংকট ও উপকরণের অভাবে বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা ব্যাহত

—হোসাইন আহমদ হেলাল

লক্ষ্মীপুর জেলার সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণীকক্ষ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক সঙ্কট, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ব্যাপক অনিয়ম ও সুষ্ঠু তদারকির অভাব, পাঠ্যপুস্তক কালো বাজারে বিক্রির অভিযোগসহ নানা কারণে লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

জানা গেছে, লক্ষ্মীপুরের ৪টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৪৮ হাজার। এদের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৭৬ হাজার প্রায় কোন না কোন স্কুলে লেখাপড়া করছে। ১ লাখ ৭২ হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া ভর্তি হয়ে যারা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না, অর্থাৎ ড্রপ আউট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৯ শতাংশ। এক জরীপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এ জরীপেও বিশাল ফাঁক রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভর্তি রেজিস্টারে এলাকার প্রায় সকল শিশুকে ভর্তি দেখানো হলেও বাস্তবে শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোন দিনও বিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়ায় না। ফলে খাতাপত্রে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি ৬০ থেকে ৮০ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তবে উপস্থিতি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের বেশী হয় না। জেলায় বর্তমানে ৫১২টি সরকারী, ১৩১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুমোদিত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ রয়েছে ২ হাজার ৩শ' ১৬ জন। বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ২ হাজার ২শ' ১৬ জন। প্রধান শিক্ষকসহ ১শ' শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া রামগতি ও রায়পুর থানা শিক্ষা অফিসার, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, রায়পুর থানায় ১ জন, সদর থানায় ২ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী শিক্ষা সহকারী মনিটরিং অফিসারসহ কয়েকজন কেরানীর পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে। জেলায় ৩৮টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বিল্ডিংয়ের কাজ বিগত সরকারের আমলে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাত্র ৫০০ টাকা হারে বেতন দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে জেলার ৪৮টি ইউনিয়নের (পৌরসভাসহ) মধ্যে মাত্র ১৫টি ইউনিয়নের ২ হাজার ২শ' ৩টি সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়কে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৬শ' ১০ জন। এর মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৪৮ হাজার ২শ' ৩০ জন। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার ৭শ' ৮১ জন। সুবিধাভোগী একক পরিবারের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৫শ' ৯২টি। একাধিক শিশু পরিবারের সংখ্যা ১ হাজার ৫শ' ৩৭টি।

উল্লেখ্য, এসব একক ও একাধিক শিশু পরিবারকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হলেও সুবিধা ভোগ করতে পারছে না বলে বহু অভিযোগ উঠেছে। প্রতিদিন বহু অভিযোগ আসছে উক্ত কর্মসূচীর চাল-গম আত্মসাতের। জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে থানা নির্বাহী অফিসার, জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো, থানা ও জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে শত শত অভিযোগ স্তূপ হয়ে রয়েছে। কর্মসূচীর গম-চাল বিতরণ নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বন্দ্ব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বেশ ক'জন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা ঝুলছে। মনে হচ্ছে, শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় পাঠদান ছেড়ে গম-চালের হিসাব, মামলা ও দরখাস্তের জবাব দিতে বিভিন্ন অফিসে ধর্ণায় ব্যস্ত থাকছেন। এতে করে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে করা হয়েছে তা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। এ কর্মসূচীতে শিক্ষকদের সরাসরি না জড়িয়ে অন্য কোনো ব্যাবস্থাপনায় করলে হয়তো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।